উচ্চশিক্ষায় সুশাসনের পথে নতুন উদ্যোগ

মোহাম্মদ কামরুল আহসান

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বিলুপ্ত করে ২০২৬ সালে উচ্চশিক্ষা তদারকির জন্য বাংলাদেশ উচ্চশিক্ষা কমিশন গঠনের প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে। সংস্থাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি, মান নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণাভিত্তিক উচ্চশিক্ষা নিশ্চিতে কাজ করবে। প্রস্তাবিত উচ্চশিক্ষা কমিশন ১৯ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে, এর মধ্যে একজন চেয়ারম্যান, ৮ জন পূর্ণকালীন সদস্য এবং ১০ জন খণ্ডকালীন সদস্য থাকবেন। বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন, হিসাব তলব, অনিয়মের তদন্ত এবং নির্দেশ অমান্য করলে প্রোগ্রাম বা কোর্সের অনুমোদন বাতিল কিংবা স্থগিতকরণ এবং শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধের নির্দেশনা সংস্থাটির নানাবিধ ক্ষমতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি। এ ছাড়া উচ্চশিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান পদমর্যাদার দিক দিয়ে একজন মন্ত্রিসভা সদস্যের সমতুল্য এবং অন্য কমিশনাররা সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতিদের সমতুল্য মর্যাদার অধিকারী হবে। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উচ্চশিক্ষার নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে আধুনিকীকরণ এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষায় সুশাসন আনার লক্ষ্যে উচ্চ এই কমিশন গঠনের প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বর্তমানে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার দেখভাল করলেও, প্রতিষ্ঠানটির সীমাবদ্ধতা রয়েছে। ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশে ইউজিসি প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন দেশে শুধু ৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। এখন দেশের উচ্চশিক্ষার এই কলেবর কয়েকগুণ বৃদ্ধি পদক্ষেপ। এই কমিশন রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত, স্বচ্ছ ও যুগোপযোগী প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্য দিয়ে দেশের উচ্চশিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে কাজ করবে। বর্তমানে এই কমিশন গঠনের প্রয়াসের খসড়া প্রস্তাবে মতামত প্রদানের জন্য দশটি মন্ত্রণালয়ে উন্মুক্ত করা হয়েছে।

১৯৭৩ সালের ইউজিসি অধ্যাদেশ অনুযায়ী সংবিধিবদ্ধ এই প্রতিষ্ঠানটির ১২ জন সদস্যের কথা বলা হয়েছিল। এখানে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৩ জন উপাচার্য সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। তবে উচ্চশিক্ষা কমিশনের খসড়া প্রস্তাবে মোট সদস্য সংখ্যা বাড়িয়ে ১৯ জন করা হয়েছে এবং এখানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৩ জন এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২ জন উপাচার্যকে এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুক্রম বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। তবে বাস্তবতার বিবেচনায় এই সদস্য সংখ্যা আরও বাড়ানো যেতে পারে। পরিমার্জিত প্রস্তাবনা দেশে চর্চিত হচ্ছে। নির্দিষ্ট বছর অন্তর অন্তর বা প্রত্যেক বছরে মান নির্ণয়ের একটি বাধ্যবাধকতা রাখতে হবে। পিয়ার রিভিউড পদ্ধতিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মান যাচাই করা যেতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে এসব স্বাধীন প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত পয়েন্টের ভিত্তিতে র‍্যাঙ্কিং করা যেতে পারে, একই সঙ্গে র‍্যাঙ্কিংকে প্রাধান্য দিয়ে গবেষণা ও বাজেট বরাদ্দ নির্ধারণ করা যেতে পারে। এ ছাড়া ভর্তির ক্ষেত্রে একটি অভিন্ন প্রক্রিয়া অনুসরণ করার মাধ্যমে র‍্যাঙ্কিংকে আরও কার্যকরা করা যেতে পারে। এতে শিক্ষার্থীরা উচ্চ র‍্যাঙ্কিংয়ের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি হতে অনুপ্রাণিত হবেন এবং সে অনুযায়ী সুযোগ-সুবিধা পাবেন। প্রস্তাবিত উচ্চশিক্ষা কমিশনের খসড়ায় কমিশনকে আরও শক্তিশালী করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রস্তাবিত উচ্চশিক্ষা কমিশনের খসড়ায় অনিয়ম বা দুর্নীতি তদন্তে নথিপত্র তলব এবং তদারকির ব্যাপক ক্ষমতা যুক্ত করা

প্রস্তাবিত উচ্চশিক্ষা কমিশনের খসড়ায় কমিশনের চেয়ারম্যানকে ক্যাবিনেট মন্ত্রীর পদমর্যাদার হবে। উচ্চশিক্ষা কমিশন নাগরিক অধিকার লঙ্ঘন বা আর্থিক জালিয়াতির মতো গুরুতর অপরাধগুলো অভিযোগ উত্থাপনের ফলে কমিশনের পাশাপাশি দেশের প্রচলিত আইনের বিচার করা গেলে বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চশিক্ষা কমিশনের ওপর চাপ কমবে। এতে উচ্চশিক্ষা কমিশনের ক্ষমতাও কিছুটা বিকেন্দ্রীভূত হবে। বিদ্যমান অন্যান্য সেক্টরের পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় পর্যাপ্ত বরাদ্দ নিশ্চিত করা জরুরি। উচ্চশিক্ষায় অর্থায়ন, বিশেষ করে গবেষণায় অনুদান দাতা সংস্থা থেকে প্রাপ্তির চেষ্টা করা যেতে পারে। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার জন্য সহজ শর্তে অথবা সম্ভব হলে সুদমুক্ত ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এতে শিক্ষা সামগ্রিকভাবে বেগবান হবে।

উচ্চশিক্ষা কমিশনের কেন্দ্রীয় প্রয়াস হিসেবে দেশের উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে শিক্ষকদের গবেষণা, এমফিল ও পিএইচডি গবেষণা একটি নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে আপলোড করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এতে করে চৌর্যবৃত্তি যাচাইয়ে কার্যকর ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং গবেষণার গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি এমফিল ও পিএইচডিতে যারা ভর্তি হচ্ছে তাদের ভর্তি করানোর জন্য উচ্চশিক্ষা কমিশনের আওতায় কেন্দ্রীয় পরীক্ষা ব্যবস্থায় আনা যেতে পারে।

বাংলাদেশ উচ্চশিক্ষা কমিশন অধ্যাদেশের খসড়ার ১৩নং দফায় বলা হয়েছে, 'দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ, পদোন্নতি, পদোন্নয়ন ও চাকরিসংক্রান্ত অভিন্ন বিধিমালা ও অভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন করবে; পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিজস্ব

×